JAN 2001

শিক্ষা পরিদর্শক ও অডিটরদের বিরুদ্ধে ঘুষ ও দুর্নীতির অভিযোগ

ফরিদপুর জেলা সংবাদদাতা ঃ বেসরকারী স্কুল-কলেজ এবং মাদ্রাসার অডিটর ও পরিদর্শকের নামে ঢাকা শিক্ষা পরিদর্শক পরিদর্শন ও নিরীক্ষা (টিআইএ) অধিদপ্তরের দুই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ফরিদপুর জেলার আলফাডাঙ্গা ও বোয়ালমারী উপজেলায় ব্যাপক ঘুষ দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে।

জানা যায়, ডাঃ মোতালেব ও মকফুর হোসেন গত ১২-১০-২০০০ তারিখে জেলায় বোয়ালমারী ও আলফাডাঙ্গা থানার বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অডিট করতে আসেন। এর মধ্যে স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসাও রয়েছে। ঐ কর্মকর্তাদ্বয় জোরপূর্বক কলেজের শিক্ষকদের ভয়ভীতি দেখিয়ে মোটা অংকের উৎকোচ আদায় করছেন। সরেজমিন প্রতিবেদনে জানা যায়, আলফাডাঙ্গা ডিগ্রী কলেজের প্রায় ছয়জন শিক্ষকের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ পওয়ার পরও ঐ অডিট টিমটি ১ লাখ টাকার বিনিময়ে মীমাংসা করে দিয়েছে।

আলফাডাঙ্গা ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ লুৎফর রহমান, আবুল কালাম আজাদ প্রভাষক (বাংলা), ইমারত চৌধুরী প্রভাষক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), বিধান চন্দ্র দে প্রভাষক (ইংরেজী), সাইফুর রহমান ঠাকুর (প্রাকটিক্যাল), আতিকুজ্জামান (ইসলামের ইতিহাস), মানুষ চন্দ্র বিশ্বাস (হিসাববিজ্ঞান) ও মোহাম্মদ আলী (কলেজ কেরানী) এই ছয়জন শিক্ষক ও কেরানী কলেজটি সরকার অনুমোদিত না হওয়ার আগেই এমপিওভুক্ত তালিকা তৈরী করে সরকারের ৭২ হাজার টাকা উত্তোলন করেন। এই প্রমাণ অডিট টিম প্রধান ডঃ মোতালেব ও মকফুর হোসেন কাগজে-কলেজে হাতেনাতে প্রমাণ পেলেও ঐ উত্তোলনকারীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নিয়ে ১ লাখ টাকার বিনিময়ে রফা করে ফেলেন। উপরন্তু ঐ শিক্ষকদের ঢাকা নিয়ে তাদের গোপন আস্তানায় দেখা করতে বলেন। তা না হলে নাকি তাদের চাকরি থাকবে না বলে হুমকি দেন। অসহায় শিক্ষকরা উপায় না পেয়ে অডিট টিমের চাহিদা পূরণ করছে মাঠের ধানী জমি ও দুধেল গাই বিক্রি করে।

উল্লেখ্য, ২ আগষ্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব অলিউর রহমান স্বাক্ষরিত একটি চিঠি ইস্যু করেন নিরীক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালকের কাছে।

ফরিদপুর জেলার বোয়ালমারী ও আলফাডাঙ্গায় নিয়োজিত টিমটি গত ২২-১০-২০০০ তারিখে এখানে আসে। বিগত নয় দিন স্থায়ী থাকার পর তারা ৩০-১০-২০০০ তারিখে ঘুষের টাকাসহ তড়িঘড়ি করে উধাও হয়ে যায়।